বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ

গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে কেটে গম মাড়াই করতে হবে। মাড়াইযন্ত্রের সাহায্যে সহজেই গম মাড়াই করা যায়। গম ভালোভাবে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে পুষ্ট বীজ ধাতব পাত্রে বা প্লাস্টিক ড্রামে অথবা পলিথিনের বস্তায় বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ ঝেড়ে ভালভাবে পরিষ্কার করার পর ১.৭৫-২.৫০ মিমি ছিদ্র বিশিষ্ট চালনি দিয়ে বাছাই করে নিতে হবে।

রচনায়

- ড. গোলাম ফারুক
- ড. মো. আব্দুল হাকিম
- ড. মো. জাহেরুল ইসলাম
- ড. মো. সিদ্দিকুন নবী মন্ডল
- ড. মোহাম্মদ রেজাউল কবীর
- ড. মো. আশরাফুল আলম
- মো. মনোয়ার হোসেন
- কিশওয়ার-ই-মুস্তারিন
- মো. মাহমুদুল হাসান
- ড. মো. আব্দুলাহ আল-মামুন

সম্পাদনায়

- ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা
- ড. মো. এছরাইল হোসেন
- ড. মো. আবু জামান সরকার

প্রচার ও প্রকাশনায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০

প্রকাশ কাল জুন ২০১৯ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা ৪,০০০ (চার হাজার) কপি

প্রয়োজনীয় অধিক তথ্যের জন্য

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
দিনাজপুর-৫২০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৫৩১-৬৩৩৪২
ওয়েবসাইট: www.bwmri.gov.bd

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে) গাজীপুর।
মোবা: ০১৭১৬-৮৫৫৯৯৮, ই-মেইল: printvalley@gmail.com

বারি গম ৩০

স্বল্প মেয়াদী ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত

অবমুক্তির বছর ২০১৪

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বারি গম ৩০

স্বল্প মেয়াদী ও তাপ সহিষ্ণু গমের জাত

অবমুক্তির বছর ২০১৪

বারি গম ৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে বিএডব্লিউ ৬৭৭ এবং বিজয় (বারি গম ২৩) জাতের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিউ ১১৬১ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং তাপ সহনশীল। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

জাতের বৈশিষ্ট্য

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে, আকারে মাঝারী ও হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.৫ টন।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো (Semi-erect) থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। কান্ডের উপরের গিড়ায় কোন রোম (Hair) থাকে না। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে ও কান্ডে হালকা এবং নিশান পাতার খোলে মাঝারী মাত্রার মোমের মত আবরণ থাকে। স্পাইকলেটের নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Elevated), ঠোঁট মাঝারী (৫.১-১২.০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

উপযোগিতা

জাতটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ও তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী। জাতটি ব্লাস্ট রোগ সহনশীল হওয়ায় দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

উৎপাদন কলাকৌশল

বপনের সময়

জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত)। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বুনলেও ভাল ফলন দেয়।

বীজের হার ও বীজ শোধন

গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভ্যাক্স ২০০ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

সার প্রয়োগ

গম চাষে সুষম সার ব্যবহার করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। জৈব সার প্রয়োগ করার পর দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি (ফসফেট), পটাশ, জিপসাম এবং বোরন সার শেষ চাষের পূর্বে জমিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারের পরিমাণ

সার	মাত্রা (কেজি/হেক্টর)
শেষ চাষে প্রয়োগ-	
ইউরিয়া	১৫০-১৭৫
টিএসপি	১৩৭-১৫০
এমপি	১০০-১১২
জিপসাম	১১২-১২৫
বরিক এসিড	৬.২৫-৭.৫০
গোবর/কম্পোস্ট	৭৫০০-১০০০০
উপরি প্রয়োগ-	
ইউরিয়া	৭৫-৮৭

অম্লীয় মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগ

অম্লীয় মাটিতে (pH< ৫.৫) প্রতি একরে ৪০০ কেজি বা হেক্টরে ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। এতে গমের ফলন ২০-২৫% বৃদ্ধি পায়। ডলোচুন একবার প্রয়োগ করলে পরবর্তী তিন বছর প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

সেচ

মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার পূর্বে (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি অবশিষ্ট ৭৫-৮৭ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া, কাকরি, শাকনটে ইত্যাদি) দমনের জন্য এফিনিটি নামক আগাছানাশক ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ গ্রাম হারে মিশিয়ে একবার সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সময় মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ-বালাই দমন

গমে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। তবে ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলেই ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড) বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে দমন করতে হবে। গর্তে ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করেও ইঁদুর দমন করা যায়।

গমের ছত্রাকজনিত রোগ যেমন পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ, মরিচা রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি দমনে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং তার ১২-১৫ দিন পর আরেকবার অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।